এবারও সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে: হানিফ

এবারও সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর আসনের নৌকার প্রার্থী মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের পর দেশী- বিদেশী সব মহলের সমর্থন নিয়েই দেশ পরিচালনা করবে সরকার’।

আজ মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই রোডে নিজ বাস ভবনে নির্বাচন নিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ২০১৪ সালেও বিএনপি বলেছিলো নির্বাচনের পর সরকারকে কেউ বৈধতা দেবে না। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গেছে।

হানিফ বলেন, নির্বাচনের পরে সরকারের বৈধতা নিয়ে মিথ্যাচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এবারও জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে পৃথিবীর সকল মহল সমর্থন দেবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ একটি মহলকে যদি কেউ ম্যানেজ করতে পারে, তবে সেটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই।

পরে সদর উপজেলার উজানগ্রাম এলাকায় গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী সভায় অংশ নেন নৌকার এই প্রার্থী মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন- জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগনের চাওয়া পাওয়া থাকে এলাকার রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, শিক্ষার মান উন্নয়নসহ এলাকায় শান্তি। কুষ্টিয়া এক সময় ছিলো উন্নয়ন বঞ্চিত, দেশের অন্য জেলার থেকে কুষ্টিয়া পিছিয়ে ছিলো। আমার চিন্তা ভাবনা ছিলো কুষ্টিয়াকে ঢেলে সাজানো। বঙ্গবন্ধু কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নত অগ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে পড়া কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে এ জেলার যে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে তা সিমিত। আগামী দিনে এই জেলাকে আধুনিক মডেল জেলা গড়ে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম

বিপ্লব, বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি বাধন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রেজাউল হকসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ‘স্বপ্ন’র নতুন আউটলেট উদ্বোধনকালে মাহবুবউল আলম হানিফ

কুষ্টিয়াতে আগামীতে আরও যেন উন্নয়ন হয় এবং আরও বেশি মর্যাদা পায় তার ব্যবস্থা করবো বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

তিনি বলেন, উন্নয়ন ও শান্তির কুষ্টিয়া গড়া আমার লক্ষ্য ছিল। একসময় কুষ্টিয়া সন্ত্রাসী জনপদ এলাকা ছিল। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছি। তিনি বলেন, কুষ্টিয়াকে সকল দিক থেকে উন্নত ও আধুনিক জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমি তৃপ্ত নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। আমি আরও বেশি বেশি এই কুষ্টিয়া উন্নয়নের কাজ করতে চাই। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে অতীতে যেভাবে কাজ করেছি, নির্বাচিত হলে ইনশাআল্লাহ এই এলাকার উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তা করবো- এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বলেও জানান তিনি।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দেশের অন্যতম রিটেইল চেইন শপ ‘স্বপ্ন’র নতুন আউটলেট উদ্বোধন উপলক্ষে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড়ের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, বাইপাস সড়ক। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর

ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে এসব কাজ করেছি। কুষ্টিয়ায় মেডিকেল কলেজ, বাইপাস সড়ক, শেখ রাসেল সেতু হয়েছে। স্টেডিয়ামের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। আরো অনেক কাজ করেছি। এরপরও আরো কাজ বাকি, এখনও করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, আজ ‘স্বপ্ন’র আউটলেট উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এই কুষ্টিয়াবাসীর স্বপ্ন পুরন হলো। আগামীতে আরও যেন উন্নয়ন হয় এবং এ ধরনের স্বপ্নের মতো এই কুষ্টিয়ায় আরও বড় বড় কোম্পানীর আউটলেট/ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর এগিয়ে আসলে এ জেলার মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
দেশের চলমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে হানিফ আরও বলেন, দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের নৌকার বিকল্প নেই। তাই দল-মত নির্বিশেষে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিন।

পরে তিনি ফিতা কেটে দেশের অন্যতম রিটেইল চেইন শপ ‘স্বপ্ন’র নতুন আউটলেট উদ্বোধন করেন।

রিটেইল চেইন শপ ‘স্বপ্ন’র নতুন আউটলেট এর ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং জেলা আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকার সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি বাধন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ সাহা বিশু, স্বপ্নের জোনাল ম্যানেজার রাসেল আল মামুন, ম্যানেজার সাব্বির হোসেনসহ আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রিটেইল চেইন শপ ‘স্বপ্ন’র নতুন আউটলেট এর ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং জেলা আওয়ামীলীগের কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা জানান, ‘আমরা আশা করছি স্বাস্থ্যসম্মত এবং নিরাপদ পরিবেশে এখানের সব গ্রাহক স্বপ্নতে নিয়মিত বাজার করবেন। গ্রাহকের চাহিদা ও সন্তুষ্টিকে সবসময় অগ্রাধিকার দেয় স্বপ্ন।’

দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের নৌকার বিকল্প নেই: হানিফ

দেশের চলমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের নৌকার বিকল্প নেই। তাই দল-মত নির্বিশেষে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিন।

সোমবার সকালে কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মাহবুবউল আলম হানিফ শহরের পিটিআই রোডে নিজ বাস ভবনে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে তিনি সাংবাদিকদের সাখেথ আলাপকালে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত তেমন কোন সংঘর্ষ, সংঘাত হয়নি। দু একটি ছোট ঘটনা যা ঘটছে তা সামাজিক বিরোধ থেকে হয়েছে।

আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, নির্বাচন নিয়ে সংঘাতের কথা বলার আগে বিএনপি গোষ্ঠী নিজেরা যে সন্ত্রাসী দল হয়ে গেছে সেটা স্বীকার করতে হবে। তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়েই যাচ্ছে।

পরে তিনি কাঞ্চণপুর এলাকায় গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী সভায় অংশ নেন

দেশী বিদেশী যে কোন অশুভ

শক্তি মোকাবেলার সক্ষমতা আছে এই সরকারের : ইনু

বিদেশী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবেলা করবো বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদ সভাপতি, কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৪ দলের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, জনগনের রায় নিয়ে আগামী ৫ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সরকারই দেশকে স্মার্ট এবং সুশাসনের বাংলাদেশ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। দেশী বিদেশী যে কোন অশুভ শক্তি মোকাবেলার সক্ষমতা আছে এই সরকারের।

রবিবার সকালে হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়ার মিরপুর বাজার থেকে গণসংযোগ শুরুর আগে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি আওয়ামীলীগের প্রার্থী, জাসদের প্রার্থী। আবার আমি ওয়ার্কাস পাটর্◌ির প্রার্থী এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমি জোটনেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত প্রার্থী। এই প্রার্থীর কাজ হচ্ছে যে কোন মুল্যে শান্তি বজায় রেখে মাস্তানমুক্ত এবং সন্ত্রসামুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। তাদের ভুমিকা রাখা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়ীক জঙ্গীবাদী বিএনপি চক্রকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে ভুমিকা রাখা। এই যে কাজটা, এই কাজ নৌকার প্রাথী হিসেবে আমাকে করতে হবে। এবং শেখ হাসিনার নির্দেশে রাজনৈতিক শান্তি একদিকে বজায় রাখবো, উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখবো।

তিনি আরও বলেন, ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে এখানে (মিরপুর-ভেড়ামারা) আমি নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছি। ১৪ দলের নেত্রী শেখ হাসিনার পরিষ্কার নির্দেশ হচ্ছে ১৪ দলের শরীক দলকে নৌকার প্রতীকের প্রার্থীকে বিজয়ী করা। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনেসহ জাসদের নেতাকর্মীরা নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

মিরপুর পৌর আ’লীগের সভাপতি পৌরসভার মেয়র এনামুল হককে সাথে নিয়ে মানুষের কাছে নৌকায় ভোট প্রার্থনা করেন।

যারা নির্বাচন আটকাতে পারছে না তারা নির্বাচনের পর সরকারকেও টলাতে পারবে না : হানিফ

‘নির্বাচনের পর সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ক্ষমতা কারোর নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, যারা নির্বাচন আটকাতে পারছে না তারা নির্বাচনের পর সরকারকেও টলাতে পারবে না। এইসব মোকাবেলা করার সক্ষমতা আওয়ামী লীগ সরকারের আছে।

রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন।

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, মানুষের কাছে উন্নয়ন-অগ্রগতির পাশাপাশি দরকার শান্তি। একসময় এই কুষ্টিয়া সন্ত্রাসী জনপদ এলাকা ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের পাশাপাশি কুষ্টিয়া থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করেছি।

কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমি তৃপ্ত নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। আমি আরও বেশি বেশি এই কুষ্টিয়া উন্নয়নের কাজ করতে চাই। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে অতীতে যেভাবে কাজ করেছি, নির্বাচিত হলে ইনশাআল্লাহ এই এলাকার উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তা করবো- এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলীসহ দলীয়

নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইনু যেন নৌকা থেকে পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন –প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নৌকা থেকে যেন পড়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বললেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা।

কুষ্টিয়ার নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। তিনি, ‘আমাদের ইনু ভাইও নৌকায় চড়েছেন। নৌকা যেন দোল খেয়ে পড়ে না যায়, সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন আপনারা।

গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবন থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ায়সহ ছয় জেলার জনসভায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী দল, জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দল। এদের হাতে দেশ নিরাপদ নয়। এদের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত রাখতে হবে। তাহলে দেশের উন্নয়ন হবে। দেশের জনগণের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আগুন সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধীদের সমুচীন জবাব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সকল পর্যায়ে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকা প্রতীকের বিজয় সুনিশ্চিত করতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল জনসভায় যোগ দেন। কুষ্টিয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ,

সাতক্ষীরা, নেত্রকোণা, বরগুনা ও রাঙ্গামাটি জেলার সাথে যুক্ত হয়ে জনসভায় বক্তব্য দেন তিনি।

জেলা আওয়ামাীলীগ আয়োজিত এই জনসভায় জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ আসনের সাংসদ আকম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ যুব লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সেলিম আলতাব জর্জ ও জোটের শরীক জাসদ সভাপতি কুষ্টিয়া-২ আসনের সাংসদ হাসানুল হক ইনুসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান বলেন, কুষ্টিয়ায় যে উন্নয়ন আপনি দিয়েছেন, এবং হানিফ সাহেব তা বাস্তবায়ন করেছেন তা সত্যি দেশ স্বাধীনের পর আর কেউ দেয়নি। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাইপাস সড়ক, শেখ রাসেল সেতু, শেখ কামাল ষ্টেডিয়াম, সুইমিংপুলসহ অসংখ্য দৃশ্যশান উন্নয়নের সারথী হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সুসংগঠিত হওয়ার কারনের এ পর্যন্ত আগুন সন্ত্রাস হয়নি কুষ্টিয়ায়। আমাদের নেতা হানিফ সাহেবের নেতৃত্বে সন্ত্রীাস কবলিত এই কুষ্টিয়া জেলা এখন অনেকটাই ভালো।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলী বলেন, এই কুষ্টিয়ায় এখন সুবাতাস বইছে। একটা সময় সন্ত্রাসীদের ভয়ে রাতের ঘুম হারাম হয়েছিল। সন্ত্রাসকবলিত এই এই জনপদের মানুষ আগের চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যকে বর্তমানে সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবাই বসবাস করার এই ব্যবস্থা বর্তমান সরকার নিশ্চিত করেছে। তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়ায় যে চারটি আসনে নৌকা প্রার্থী হয়েছে এই নৌকার প্রাথীদের বিজয়ী করতে আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চাই।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাথে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার অনুরোধে লালন সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহসভাপতি বরিকুল ইসলাম বাঁধন।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এসময় সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা, থানা, পৌর আওয়ামী লীগ, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন উন্মক্ত করে দিয়েছি জনগণ যাকে ভোট দেয় সেই নির্বাচিত হবেন- শেখ হাসিনা

ঝিনাইদহসহ ছয়টি জেলার সাথে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়ালী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকালে ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এই ভার্চুয়ালী জনসভায় সংযুক্ত হন। এতে জননেত্রী শেখ হাসিনা ন্ত্রেকোনা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও রাঙ্গামাটি জেলার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেন।

সুচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আমি ৬বছর দেশে ঢুকতে পারিনি আমি ১৯৮১ সালে রিফিউজি হিসেবে দেশে ঢুকেছি। দেশে এসে দেখি হাহাকার খাদ্যের অভাব, বিদুত্যের অভাব, সেশনজটসহ নানা সমস্যায় বাংলাদেশ নিমজ্জিত ছিল। আমরা ১৯৯৬সালে ক্ষমতায় আসারপর দেশের উন্নয়ন কাজে হাত দিই এর পর ২০০১সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করি। এরপর আবার উন্নয়ন থেমে যায়। ২০০৮ সালে আবার ক্ষমতায় এসে উন্নয়ন কাজে হাত দেই, বিএনপি দেশটাকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। বিএনপি জামায়াত আগুন সন্ত্রাস করেছে ভোটে না এসে তারা বিদেশের কাছে অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত আছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এজন্য গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সবাই যেন ভোট দিতে আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিয়েছি জনগণ যাকে ভোট দেবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন এজন্য আপনাদের জনগণের কাছে ভোট চেতে যেতে হবে। এছাড়া তিনি বক্তব্য শেষে সবাইকে নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

নেত্রকোনা এবং কুষ্টিয়া শেষে ঝিনাইদহের সাথে যুক্ত হন শেখ হাসিনা ঝিনাইদহ থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল

করিম মিন্টু বলেন এই ঝিনাইদহ এক সময় সন্ত্রাসের জনপদ ছিল, ছিল জামায়াত বিএনপির ঘাটি ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা বারবার এমপি নির্বাচিত করে দিয়েছি। বিএনপি’র সেই সন্ত্রাসীর গড়ফাদার মসিউর রহমান মৃত্যু বরণ করেণ। এখন আর ঝিনাইদহের বিএনপি জাময়াতের সেই ক্ষমতা নেই এখন ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের ঘাটিতে পরিনত হয়েছে। ঝিনাইদহ খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণ হয়েছে মাছ, ধান কলা ফুল ব্যাপক ভাবে উৎপাদন হয়। ফুল সংরক্ষণের জন্য একটি কোল্ডস্টোরেজ প্রয়োজন বলে দাবি করেন। এছাড়া ঝিনাইদহে রাস্তা ঘাট স্কুল কলেজের উন্নয়ন হয়েছে তারপরেও আমাদের প্রাণের দাবি ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন, শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরিনারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরসহ বিভিন্ন উন্নয়নের দাবি তুলে ধরেণ।

তিনি আরও বলেন আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক জনগোষ্টি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট উৎসব পালন করবে। সর্বশেষে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই ঝিনাইদহ থেকে ৪টি আসনে নৌকার বিজয় হবে আশা প্রকাশ করেন।

ট্রাক হাতে নিয়ে ভোট চাইছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

নির্বাচনী প্রতীক ট্রাক। এই প্রতীকে নির্বাচন জিততে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোট চাইছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন।

তিনি মিরপুর উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগকারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে কামারুল আরেফীন ট্রাক প্রতীকে প্রতিনিয়ত গণসংযোগ করছেন।

শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সারাদিন মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এ সময় তাকে পেয়ে ভোটারদের মধ্যেও আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

ভোটের প্রচার-প্রচারণা শুরুর পর থেকে গণসংযোগে বেরিয়ে পড়েন কামারুল আরেফীন। মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজের প্রতীক ট্রাক প্রতীকে ভোট চান।

কামারুল আরেফীন গ্রামের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বণিতা, তরুন-তরুনীদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরও ভোট আদায়ের চেষ্টা করছেন। বলছেন, নির্বাচিত হলে তিনি এই আসনের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন। এলাকার মানুষ এখন যে শোষণের মধ্যে আছেন, তিনি তা থেকে সবাইকে বের করে আনবেন। তিনি শোষক হিসেবে নয়, সেবক হিসেবে মানুষের পাশে থাকতে চান। সেবা করতে চান।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ভোটের মাঠে।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে তিনি মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগনিক সম্পাদক ও ২০১১ সালে মিরপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কামারুল আরেফিন। একই সালে তিনি বিপুল ভোটে সদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালে তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পদক লাভ করেন তিনি।

কুষ্টিয়া-২ আসনে ট্রাক প্রতীকের গণসংযোগে ব্যস্ত কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ট্রাক প্রতীকে গণসংযোগ করছেন স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী, উপজেলা আ’লীগের সাধারন সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

আজ বৃহস্পতিবার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে তিনি ট্রাক প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। এ সময় ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

কামারুল আরেফীন বলেন, দুই উপজেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার ট্রাক প্রতিকের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এই দুই উপজেলার শুধু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা নয় সাধারণ মানুষ আমাকে ভালবাসে, এটা দুই উপজেলার মানুষ আরেকবার প্রমাণ করেছেন। আমি তাদের ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাই। ‘জনগণ পরিক্ষিত ত্যাগী ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম জনপ্রতিনিধি চান। তারা ঐক্যবদ্ধ। ফলে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল, ভেড়ামারা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আকরাম হোসেন শামীম, সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি আহাদুজ্জামান রানা, উপজেলা আ’লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে

বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে: হানিফ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিএনপি একদিন জনগণের মন থেকে মুছে যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর-ভাদালিয়া বাজারে নির্বাচনী পথসভায় যোগ দিয়ে বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, যখন কোন রাজনীতিক দলের প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থন থাকে, সেই দলটি কখনোই সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেবে না। বিএনপি সন্ত্রাসীর পথ বেছে নেয়ার কারণেই জনবিচ্ছিন্ন, তাদের জনগণের সমর্থন নাই। জনগণের সমর্থন যেখানে থাকে না সেই দলের কোন কর্মসূচিই সফলতা লাভ করে না।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত তাদের রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নির্বাচনে আসেনি। তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি দেশের উন্নয়নের জন্য, জনকল্যাণে হয় তাহলে এই নির্বাচন দল-মত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করুন। দেশের কাজ করছি, কুষ্টিয়ার জন্য কাজ করছি। নির্বাচনে আপনারা নেই কিন্তু সমর্থন তো করতে পারেন। সবাই সমাজে যদি মিলেমিশে এক থাকতে পারেন। তাহলে কেন সবাই মিলেমিশে ভোট দিতে পারবেন না?

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক থাকায় সাংগঠনিক কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমি যখন সংসদ সদস্য হয়েছিলাম তখন কুষ্টিয়া অনেক পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেটসহ অন্যান্য জেলা দ্রুত এগিয়ে গেছে। আমরা পিছিয়ে ছিলাম কারণ যারা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ছিলেন তারা হয়ত সেভাবে গুরুত্ব দিতে পারেননি। আমি কুষ্টিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার চেষ্টা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে পারিনি।

নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, শান্তি ও উন্নয়ন-অগ্রগতির কুষ্টিয়া গড়ার জন্য কাজ করছি। আগামী দিনের উন্নত

কুষ্টিয়া গড়ার প্রত্যয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন- এই প্রত্যাশা করি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আসগর আলীসহ জেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।